দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্র
শায়খ আল মুজাহিদ
আবু মোহাম্মাদ আল আদনানী আশ-শামী

নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সদা সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন

FURAT

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সদা সতর্ক দৃষ্টিসম্পন্ন

শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল আদনানী আশ-শামী

সমস্ত প্রশংসা প্রবল ও মহা প্রতাপশালী আল্লাহর জন্য। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর উপর যাকে তরবারি সহকারে পাঠানো হয়েছে সমগ্র দুনিয়ার প্রতি রহমত হিসেবে। অতঃপর,

আল্লাহ সুবহানাহু তাআ'লা বলেন, "তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যা আরোপ করেছিল এবং তাদের পরে অন্য অনেক (কাফিরদের) দলও, আর প্রত্যেক জাতিই অভিসন্ধি এঁটেছিল তাদের রাসূলকে পাকড়াও করার জন্য এবং তারা সত্যকে অযথার্থ প্রমাণের প্রচেষ্টায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কতইনা ভয়াবহ ছিল আমার শাস্তি"। [গ্বাফির: ৫]

এবং তিনি (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন, "আর যখন তারা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল আপনাকে বন্দী করার অথবা হত্যা করার কিংবা নির্বাসন দেয়ার (মক্কা থেকে)। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেন। আর আল্লাহ সকল পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। [আল-আনফালঃ ৩০]

তিনি (সুবহানাহু তা'আলা) আরও বলেন, "যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কতইনা চমৎকার কর্ম বিধায়ক! অতঃপর, তারা আল্লাহর নেয়ামত এবং অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো (এমনভাবে), কোন প্রকার অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো। বস্তুত আল্লাহ

তা’আলা মহা অনুগ্রহশীল। এই হচ্ছে (প্ররোচনা-দানকারী) শয়তান যে তোমাদের তার সমর্থকদের ব্যাপারে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। তাই তাদের ভয় করো না, বরঞ্চ আমাকে ভয় করো যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক। [আল ইমরানঃ ১৭৩-১৭৫]

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা, উপহাস করা, সত্যের বাহকদের প্রতি মিথ্যারোপ করা, তর্ক, পরিকল্পনা, সৈন্যসমাবেশ, ভীতসন্ত্রস্ত-করণ, শত্রুতায় এবং যুদ্ধে মিথ্যাচার করা- এসবই হচ্ছে সত্যের ব্যাপারে কাফিরদের এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনুসারীদের অবস্থা, সেই প্রাচীনকাল থেকেই। যুগে যুগে যুদ্ধের কারণগুলো একই রকম। দম্ভ এবং হঠকারিতাপূর্ণ মিথ্যার এই নিবেশ, যা কিনা নিজেকে এমন এক শক্তিশালী এবং পরাভূতকারী হিসাবে উপস্থাপন করে যে, কোন বিজয়ীই তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে কিংবা কোন প্রতিরক্ষাই তাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ভূমিতে তাদের অবাধ বিচরণ স্বত্বেও তারা ভীতসন্ত্রস্ত এবং আতঙ্কিত, অপদস্থ এবং ভগ্ন-কৌশল সম্বলিত, প্রকম্পিত এবং পরাজিত। তাদের টেলিভিশন এবং স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো এমনকি তাদের তান্ত্রিকেরাও রাতদিন সতর্কাবস্থায় রয়েছে। তারা সম্মোহন, বানোয়াট কাহিনী, পরিবর্তিত বাস্তবতা আর জনগণকে প্রতারিত করার মাধ্যমে বিতর্ক করে। তারা সত্যের পথিকদের ধোঁকা দেয়, উস্কানি দেয়, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করে এবং সেনা সমাবেশ করে। তারা সত্যকে বাতিল করার, এর অনুসারীদের ভীতসন্ত্রস্ত করার এবং তাদেরকে পরাজিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসেবে শক্তি, সামর্থ্য, বাহিনী এবং প্রচণ্ডতার ধ্বজাধারী একদল মিথ্যাচারী লোকদের প্রদর্শন করে। এই হচ্ছে প্রতিটি যুগ এবং কালের উদাহরণ।

আপনারা দেখেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসারীদের বিপরীত শিবিরের (দুশমনদের) তুলনায় অল্পসংখ্যক, জীর্ণ সরঞ্জামাদি এবং ক্ষীণ-স্বর বিশিষ্ট। কিন্তু তাদের শক্তিকে কখনই অবদমিত করা যায়নি। তাদের কর্তৃত্ব কখনই ভেঙ্গে ফেলা যায়নি। প্রতিটি যুদ্ধেই তারা ছিলেন অটল এবং প্রতিটি মোকাবেলাতেই তারা ছিলেন সম্মুখ-সারিতে, ভয়হীন কিংবা শঙ্কাহীন। পরিশেষে, তাদের জন্যই থাকবে সাফল্য এবং বিজয়। তারা হচ্ছেন সদা-সর্বদা চির-বিজয়ী,

নূহ (আলাইহিস সালাম) এর যুদ্ধ থেকে শুরু করে যতদিন আল্লাহ পৃথিবী এবং তার অধিবাসীদের টিকিয়ে রাখবেন ততদিন পর্যন্ত। এই সকল কিছুই মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর বিশ্বাসের দরুন। তাঁর থেকেই তাদের শক্তি এবং তাঁরই মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব। তিনি তাদের জন্য যথেষ্ট এবং তাঁর উপরই তারা ভরসা করে। তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে তারা সুনিশ্চিত এবং তারা ফিরে আসে তাঁর বরকত এবং প্রতিদান নিয়ে। তারা তাঁকে ব্যতীত কাউকেই ভয় করে না ।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, আল্লাহর অনুগ্রহে কি মূল্যবান বস্তুই না আপনারা অর্জন করেছেন! তাঁর কাছেই রয়েছে আপনাদের পুরস্কার। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাদের নিজ হাতে নুসাইরী (আলাউয়ী) এবং রাফিদাদের (শিয়া) হত্যার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করানোর দ্বারা মু'মিনগণের বুকে জমে থাকা কষ্ট দূর করেছেন। তিনি আপনাদের মাধ্যমে কাফিরদের ও মুনাফিকদের হৃদয় ক্রোধে পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে কি মহান জিনিসই না আপনারা অর্জন করেছো! আপনারা কারা? আপনারা কারা হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ? কোথা থেকে আপনারা এসেছেন? আপনাদের রহস্য কি? কেন এমন হয় যে, প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে আপনাদের ভয়ে তাদের (কাফিরদের) হৃদয় বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে? কেন আপনাদের ভয়ে আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের বক্ষের পেশীগুলো কাঁপতে কাঁপতে বের হয়ে আসে? আপনাদের যুদ্ধ-বিমানগুলো কোথায়? আপনাদের যুদ্ধ-জাহাজ কোথায়? আপনাদের ক্ষেপণাস্ত্র কোথায়? আপনাদের ব্যাপক ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র কোথায়? ব্যাপারটা এমন কেন যে পুরো পৃথিবী আপনাদের বিরুদ্ধে একাট্টা হয়েছে? কাফির দেশগুলো আপনাদের বিরুদ্ধে কেন একযোগে পরিখা খনন করছে? সেই সুদূর অস্ট্রেলিয়াকে কি এমন হুমকি দিয়েছেন যে তারা তাদের বিরাট সৈন্যদল পাঠাচ্ছে আপনাদের বিরুদ্ধে? আপনাদের সাথে কানাডার কী এমন হয়েছে?

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ এবং প্রতিটি জায়গায় অবস্থানকারী এর সন্তানগণ! শুনে নিন এবং অনুধাবন করুন। যদি মানুষ আপনাদের নিয়ে মিথ্যাচার করে, আপনাদের দাওলাহ ও আহবানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আপনাদের খিলাফতকে ব্যাঙ্গ করে, তবে জেনে রাখুন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) কেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাঁকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল।

যদি আপনাদের নিজেদের লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিকৃষ্টতম অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং আপনাদের সকল জঘন্য বিশেষণ দিয়ে বর্ণনা করে, তবে জেনে রাখুন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আপনাদের চেয়েও জঘন্য সব অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।

যদি বিভিন্ন বাহিনী আপনাদের বিরুদ্ধে জড়ো হয়, তবে জেনে রাখুন যে, আপনাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বিরুদ্ধেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই হচ্ছে সুমহান ও সুউচ্চ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তা'আলার প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ। আপনারা কি এটা ভেবেছেন যে লোক-সাধারণ আপনাদেরকে "আল্লাহু আকবার" আর "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে অভিবাদন জানাবে? আর তারা উল্লাসের সাথে আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাবে? "অথচ তোমাদের উপর এখনো পূর্বে অতিক্রান্ত উম্মতদের মত তেমন পরীক্ষা আসেনি" [আল বাক্বারাহঃ ২১৪]। কোথায় আপনারা সে স্বাদ গ্রহণ করেছেন যা তারা করেছিল?

না, আপনারা কম্পিত হবেন। "আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে"। [আল-আনকাবুতঃ ৩]

আপনাদের লাঞ্ছনার পরই আল্লাহ তা'আলা শক্তি ও সম্মান দিয়েছেন। দারিদ্র্যতার পরই তিনি আপনাদের সমৃদ্ধ করেছেন এবং তিনি আপনাদের সাহায্য করেছেন আপনাদের দুর্বলতা ও স্বল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও। তিনি আপনাদের দেখিয়েছেন যে তাঁর কাছ থেকেই আসে বিজয়। তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা এই বিজয় দান করে থাকেন ।

সুতরাং জেনে রাখুন যে -আল্লাহর শপথ - আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে আসা বিমান বহরকে ভয় করি না কিংবা ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকেও না অথবা ড্রোন আর স্যাটেলাইটকেও না, না কোন যুদ্ধজাহাজকে, না গণ-বিধ্বংসী অস্ত্রকে। কিভাবে

আমরা তাদের ভয় করতে পারি যখন মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না; আর যদি তিনি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে কে আছে এমন যে তোমাদের সাহায্য করবে তাঁর পরে? আর আল্লাহ এর উপর বিশ্বাসীদের ভরসা করা উচিত"। [আল-ইমরান: ১৬০]

কিভাবে আমরা তাদের ভয় করতে পারি যখন সুমহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা নিরাশ হইও না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে"। [আল-ইমরান: ১৩৯]

কিভাবে আমরা তাদের ভয় করব, যখন আপনারা প্রমাণ করেছেন যে আপনারাই হলেন বীরসেনা এবং আসল যোদ্ধা? যখন আপনারা প্রতিরোধ করেন, তখন আপনাদেরকে দৃঢ়তম পাহাড় বলে বোধ হয় । আর যখন আপনারা আক্রমণ করেন, তখন মনে হয় যেন শিকারি যোদ্ধা। আপনারা উন্মুক্ত বক্ষে মৃত্যুর মুখোমুখি হন, যখন এই দুনিয়ার জীবন থাকে তোমাদের জীর্ণ পায়ের নীচে। শপথ আল্লাহর, আমি আপনাদের মধ্যে এমন কাউকেই পাইনি যে কিনা প্রতিটি যুদ্ধে অগ্রে ছুটে যায় না এবং প্রতিটি যুদ্ধেই শাহাদাতের তামান্নায় উন্মুখ হয়ে থাকে না। আপনাদের মাঝে আমি সঞ্জীবিত কুরআনকে চলতে দেখি। আল্লাহর অনুগ্রহে কি মূল্যবান বস্তুই না আপনারা অর্জন করেছেন! আপনাদের দুর্বল ব্যক্তিটি হচ্ছে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা এবং দয়ালু ব্যক্তিটি হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আপনাদের ঈর্ষা ও ক্রোধের পরিচয় ব্যতিরেকে অন্যকোন পরিচয় জানতে পারি নি। অন্যকিছু নয়, শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের জন্যই আপনাদের এই ঈর্ষা এবং আল্লাহর অবমাননাতেই তোমাদের এই ক্রোধ। আপনারা সত্যবাদী এবং সত্যাশ্রয়েই আপনারা বিচার করেন।

আপনারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালোবাসেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ অনুসরণে তোমরা সর্বোচ্চ সতর্ক। আপনারা কাফির সম্প্রদায়ের প্রতি কঠোর, নিজেদের (মুমিন) প্রতি কোমল। আল্লাহর ব্যাপারে আপনারা নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করেন না।

কাজেই আল্লাহ আপনাদেরকে বিজয় দান করবেন। নিশ্চিয়ই আল্লাহ আপনাদেরকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাদেরকে বিজয় দিবেন। অতঃপর দুটি ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিন, আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আমরা আপনাদের চিরবিজয় এবং জমিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নিশ্চয়তা দিব। প্রথমত, কারো প্রতি জুলুম করবেন না কিংবা জুলুমের ব্যাপারে নীরব থেকে এবং (যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট) বিষয়টি উত্থাপন না করে ক্ষান্ত হবেন না। দ্বিতীয়ত, দাম্ভিক বা উদ্ধত হবেন না। এগুলো হলো আপনাদের থেকে এবং আপনাদের জন্য আমাদের ভয়ের বিষয়। সুতরাং যদি আপনারা বিজয় অর্জন করেন, তাহলে তা পরিপূর্ণরূপে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই আরোপ করুন। বিনয় ও নম্রতার সাথে এগিয়ে যান আল্লাহর প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে। যদি তোমরা ব্যর্থ হন তাহলে মনে করবেন যে, তা নিজেদের জন্যেই এবং তোমাদের নিজ নিজ পাপের প্রতিই তা আরোপ করুন এবং দুশমনের উপর পুনরায় ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং অনুশোচনার সাথে তওবাহ করুন।

এবং আমরা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমরা নিজেদের নির্দোষ ঘোষণা করছি সেই সব অবিচারের ব্যাপারে, যা আমাদের অগোচরে আপনাদের যে কারো দ্বারা সংঘটিত হয়েছে এবং যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। আমরা আপনাদের সেইসমস্ত অবিচার থেকেও আল্লাহর সামনে আমাদের নির্দোষ দাবী করছি যা আপনাদের কেউ হয়তো গোপন করেছে কিংবা পক্ষপাতিত্ব করেছে।

অনন্তর জেনে রাখুন যে, এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছানোর মধ্যবর্তী বিভিন্ন সময়ে যারা তোমাদের স্তরে প্রবেশ করেছে, যারা আপনাদের মধ্য থেকে নয় বরঞ্চ শুধুমাত্র দাবীদার, তাদের পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই ও নির্বাচন করা প্রয়োজন এবং এভাবে কিছু বিশৃঙ্খলাও ঘটেছে। সুতরাং একটি পরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আপনাদের কলুষমুক্ত করার জন্য এবং দলের পরিশুদ্ধির জন্য। আমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা এবং কল্যাণ প্রার্থনা করি।

এছাড়াও আমাদের কারও কারও অন্তরে দম্ভ ও অহংকার প্রবেশ করেছে যার কারণে আমাদের কেউ কেউ সীমালঙ্ঘন করেছে এবং অন্যের প্রতি জুলুম করেছে। সুতরাং পাপ নির্মূল করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যাতে আপনারা আপনাদের প্রভুর

কাছে ফিরে যেতে পারেন। আল্লাহ মুজাহিদগণকে ভালোবাসেন এবং তাই তাঁর নিকট কাউকে কাউকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা দ্বীনের ব্যাপারে অপদস্থ বা দুর্দশাগ্রস্ত।

হে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ, ক্রুসেডারদের চূড়ান্ত সমরাভিযানের মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। হ্যাঁ, আল্লাহর ইচ্ছায়, এটাই হবে চূড়ান্ত। পরবর্তীতে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তাদের ওপর অভিযান পরিচালনা করব এবং তারা আমাদের ওপর অভিযান চালাতে পারবে না। প্রস্তুত হন, যেহেতু আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আপনারাই এর জন্য যথাযোগ্য। ক্রুসেডাররা এক নতুন প্রচারণাসহ ফিরে এসেছে। তারা এসেছে তাই ময়লা পরিষ্কার হচ্ছে, কুয়াশা কেটে যাচ্ছে এবং মুখোশ খসে পড়ছে, এর মাধ্যমে মিথ্যাচার আর ভাঁওতাবাজি প্রকাশিত হচ্ছে এবং সত্য স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছে। "যে কেউ ধ্বংস হবে (কুফরির মাধ্যমে) সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত (বিশ্বাসের মাধ্যমে) থাকবে সে যেন সত্যাসত্য স্পষ্ট প্রকাশের পর জীবিত থাকে"। [আন-ফাল: ৪২]

হে আমেরিকা, হে আমেরিকার মিত্ররা, হে ক্রুসেডাররা, জেনে রেখো যে এ বিষয়টি তোমরা যেমনটি কল্পনা করছো তার থেকেও অধিক বিপদজনক এবং তোমাদের করা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চেয়েও ব্যাপক। আমরা তোমাদেরকে সতর্ক করেছি যে আজ আমরা একটি নতুন যুগে অবস্থান করছি, এমন একটি সময়ে, যেখানে এই রাষ্ট্র, এর সৈন্য এবং এর সন্তানেরা গোলাম নয় বরং নেতা। তারা সেইসব লোক যারা তাদের জীবদ্দশায় পরাজয়ের সাথে পরিচিত না। লড়াই শুরু করার আগেই তাদের এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গেছে। নূহ (আলাইহিস সালাম) এর সময় থেকেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের ইয়াক্বীন ছাড়া তারা কোন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। নিহত হওয়াও তাদের কাছে একটি বিজয়। এখানেই রহস্য লুকায়িত। তোমরা এমন একদল মানুষের সাথে লড়াই করছো যারা কখনোই পরাজিত হতে পারে না। যারা হয় বিজয় অর্জন করে নতুবা নিহত হয়। আর হে ক্রুসেডাররা, তোমরা উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তোমরা বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ আর

তাহলো আমাদের কেউই নিহত হয় না বরং মৃতদের পুনর্জীবিত করে। আমাদের কেউ মারা যায় না বরং তারা তাদের পিছনে এমন সব কাহিনী রেখে যায় যার স্মরণ মুসলমানদেরকে তাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং তারপর তোমরা দেখ যে আমাদের মধ্যের দুর্বল ব্যক্তি - যার যুদ্ধে কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং বাস্তবে সে কোন অবদান রাখতে পারবে বলে মনে করে না, যার নিহত হওয়া ছাড়া আর কোন লক্ষ্য নেই যাতে সে তার রক্ত দিয়ে আলোকিত করতে পারে সেই পথ এবং এভাবে তার কাহিনী দ্বারা অন্তরসমূহকে উজ্জীবিত করে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সে তার দেহকে একটি সেতুবন্ধন হিসেবে তৈরি করে এবং অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে তাদের জন্য যারা তার মৃত্যুর পর জেগে ওঠে সেই সেতু পাড়ি দেয়ার জন্য। এই ব্যক্তি অনুধাবন করেছে যে তার জাতির জীবন ও সম্মান রক্ত দিয়েই অর্জিত হবে। তাই সে জীবন এবং সম্মানের খোঁজে উন্মুক্ত বক্ষে এবং উন্মুক্ত শিরে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। যদি সে বেঁচে থাকে, তবে সে বিজয়ীর বেশে মুক্তি, শক্তি, সম্মান এবং কর্তৃত্বের সাথে বেঁচে থাকে। আর যদি সে নিহত হয়, তাহলে সে তার উত্তরসূরিদের যাত্রাপথকে আলোকিত করে যায় এবং তার রবের কাছে উৎফুল্ল শহীদ এর বেশে পৌঁছে যায়। সে তার পরবর্তীদের শিখিয়ে দিয়ে যায় যে জিহাদ এর মধ্যেই শক্তি, মর্যাদা এবং জীবন নিহিত আর আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকারের মধ্যে শুধু অপমান, লাঞ্ছনা আর মৃত্যুই বিদ্যমান।

ও ক্রুসেডাররা, তোমরা দাওলাতুল ইসলামের হুমকি বুঝতে পেরেছ, কিন্তু এর প্রতিকারের ব্যাপারে তোমরা সচেতন নও এবং খুঁজেও পাবে না, কারণ এর কোন প্রতিকার নেই। যদি তোমরা এর সাথে লড়াই কর, তবে এটি আরও শক্তিশালী ও কঠিন হয়ে উঠে। যদি একে তার মত ছেড়ে দাও, তবে এটি বেড়ে উঠে এবং সম্প্রসারিত হয়। যদি ওবামা তোমাদের দাওলাতুল ইসলামকে পরাজিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে, তবে জেনে রাখ, তার আগে বুশও মিথ্যা বলেছিল। নিশ্চিতই আমাদের পরাক্রমশালী ও সুমহান প্রভু আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এখানে আমরা এখন বিজয়ী। তিনি প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিজয় দান করবেন। তিনি গৌরবান্বিত এবং তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হন না।

তাই আমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তোমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করছি যে এই অভিযানই হবে তোমাদের চূড়ান্ত অভিযান। এটাকে চূর্ণ করে দেয়া হবে এবং পরাজিত করা হবে, যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্বের সকল অভিযান নস্যাৎ এবং পরাস্ত করে দেয়া হয়েছে, পার্থক্য হচ্ছে এবার আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করব এবং আর কখনও তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারবে না। আমরা রোম বিজয় করব, তোমাদের ক্রস ভাঙব, তোমাদের নারীদের দাসী বানাবো, সবই আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে। এটা আমাদের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার; তিনি সুমহান এবং তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। যদি আমরা সেই সময়ে পৌঁছুতে না পারি, তবে আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানরা করবে, আর তারা তোমাদের সন্তানদের দাসবাজারে বিক্রয় করবে।

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে থেকে উনি যা বলছিলেন তা লিখে রাখছিলাম। যখন উনাকে জিজ্ঞেস করা হল 'দুই শহরের কোনটি আগে দখল করা হবে? কনস্টান্টিনোপল নাকি রোম?' তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন যে, হিরাক্লিয়াসের শহর আগে দখল করা হবে, অর্থাৎ কনস্টান্টিনোপল"। হাদিসটি আল-হাকিম কর্তৃক "আল-মুসতাদরাক" এ বর্ণিত হয়েছে দুইজন শায়খ এর সূত্রে (বুখারী এবং মুসলিম), এবং ইমাম আয-যাহাবী এটিকে সহিস বলেছেন।

তাই, তোমাদের সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাও, হে ক্রুসেডার, তোমাদের সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাও, বজ্রের মত হুঙ্কার দাও, যাকে ইচ্ছে হুমকি দাও, ছক সাজাও, তোমাদের সৈনিকদের অস্ত্রসজ্জিত কর, নিজেদের প্রস্তুত কর, আঘাত কর, হত্যা কর এবং আমাদের ধ্বংস কর। এটা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না । তোমরা পরাজিত হবে। এটা তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান প্রভু, যিনি চিরবিরাজমান, আমাদের বিজয়ের এবং তোমাদের পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই তোমাদের দালাল ও পোষা কুকুরদের কাছে অস্ত্র এবং সরঞ্জাম পাঠাও। তাদেরকে সর্বাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত কর। তাদেরকে যা ইচ্ছা পাঠাও, কারণ আল্লাহর অনুমতিক্রমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ

হিসাবে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের হস্তগত হবে। তোমরা ব্যয় করবে, অতঃপর তা তোমাদের পরিতাপের কারণ হবে, তারপর তোমরা পরাজিত হবে। তোমাদের অস্ত্রসজ্জিত যান, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র এবং সরঞ্জামগুলোর দিকে তাকাও। এগুলো আমাদের হাতে, আল্লাহই আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা এগুলো দিয়েই তোমাদের সাথে লড়াই করি। তাই নিজের ক্রোধের অনলে মর। "নিঃসন্দেহে যারা কাফির তারা তাদের ধন সম্পত্তি খরচ করে আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরির জন্য। কাজেই তারা এটা খরচ করবে, তারপর এটি হবে তাদের মনস্তাপের কারণ, তারপর তাদের পরাভূত করা হবে। যারা কাফির, জাহান্নামে তাদের একত্রিত করা হবে"। [আল-আনফালঃ৩৬]

এবং হে ওবামা, ওহে ইয়াহুদীদের খচ্চর, তুমি জঘন্য। তুমি জঘন্য। তুমি জঘন্য এবং তুমি হতাশ হবে, ওবামা। তোমার এই অভিযানে তোমার সামর্থ্য কি এতটুকুই ছিল? আমেরিকা কি তাদের অক্ষমতা এবং দুর্বলতার এই পর্যায়ে পৌঁছেছে? আমেরিকা এবং ক্রুসেডার ও নাস্তিকদের মাঝে তার দোসররা কি এতটাই অসমর্থ যে ময়দানে নেমে আসতে পারেনা? তোমরা কি বুঝতে পারছো না, হে ক্রুসেডাররা, যে ছায়া-যুদ্ধ তোমাদের কোন কাজে লাগে নাই এবং কোনদিন কোন কাজে লাগবে না? তুমি কি বুঝতে পারছো না, হে ইয়াহুদীদের খচ্চর, যে যুদ্ধের ফয়সালা আকাশপথে মোটেও করা যায় না? নাকি তুমি নিজেকে বুশের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ভেবেছ, তোমরা যে গাধাকে আনুগত্য করো, যে কিনা ক্রুশের সৈনিকদের ময়দানে নিয়ে এসেছিল এবং মুজাহিদদের আগুনের সামনে ফেলে দিয়েছিল। না, বরং তুমি তার চেয়েও বড় বোকা।

তুমি দাবি করেছিলে তোমরা ইরাক ছেড়ে চলে গিয়েছ, হে ওবামা, ৪ বছর আগেই। আমরা তখন বলেছিলাম যে তুমি মিথ্যুক, তুমি আসলে প্রত্যাহার করনি এবং প্রত্যাহার করলেও তোমরা ফিরে আসবে, কিছুকাল পরে হলেও তোমরা ফিরে আসবে। এখানেই রয়েছ তুমি; তুমি প্রত্যাহার করনি। বরঞ্চ তোমার কতিপয় বাহিনী তোমারই কিছু প্রতিনিধির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলে এবং বাকীদের ফিরিয়ে নিয়েছিলে। তোমার সৈন্যদল পূর্বে যা ছিল তার চাইতে ব্যাপক সংখ্যায় ফিরে আসবে। তুমি ফিরে আসবে এবং তোমার প্রতিনিধিরা তোমার থেকে কোন

সুবিধাই পাবে না। আর যদি তুমি ফিরে আসতে না পার, তাহলে আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে আমরাই যাব তোমার ভূমিতে।

ওহে ইহুদীদের খচ্চর, তুমি আজ দাবী করছো যে আমেরিকাকে আর কোন ভূমিতে যুদ্ধে টেনে আনা হবে না। না, একে টেনে হিঁচড়ে আনা হবে। এটি মাটিতে নেমে আসবে এবং একে নিয়ে যাওয়া হবে মৃত্যু, কবর আর ধ্বংসের দিকে। ও ওবামা, তুমি দাবি করেছিলে যে আমেরিকার হাত অনেক লম্বা এবং যেখানে খুশি তা পৌছুতে সক্ষম। তাহলে জেনে রাখো যে, আমাদের ছুরিও ধারালো এবং কঠিন। এটা হস্তদ্বয় কর্তন করে এবং গর্দানে আঘাত হানে। আর আমাদের মহান ও মহিমান্বিত প্রভু- তোমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখছেন। “তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু কেমন ব্যবহার করেছেন আদ ও ইরাম জাতির সাথে যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদের অধিকারী, তাদের মত কাউকেই ইতিপূর্বে সৃষ্টি করা হয়নি? আর সামুদ জাতির সাথে, পাহাড়ের উপত্যকায় পাথর কেটে অট্টালিকা বানাত? আর বহু কীলকের অধিকারী ফেরাউনের সাথে যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতঃপর সেখানে বিস্তর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কষাঘাত করলেন। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন”। [আল ফাজর: ৬-১৪] “যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে? তারা কি লক্ষ্য করেনি যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর? বাহ্যত তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু বেশ কতিপয় অশুভ দিনে। আর পরকালের আযাব তো আর ও লাঞ্ছনাকর, আর তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না”। [ফুসসিলাতঃ ১৫-১৬]

ওহে আমেরিকাবাসী এবং ওহে ইউরোপবাসী, দাওলাতুল ইসলাম তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ শুরু করেনি যেমনটি সরকার এবং মিডিয়া তোমাদের বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে। তোমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন শুরু করেছিলে এবং যে কারণেই তোমরা নিন্দার যোগ্য আর এর চরম মূল্য তোমরা দিবে। তোমরা তখন এর মূল্য দিবে যখন তোমাদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। তখন মূল্য পরিশোধ হবে

যখন তোমাদের ছেলেদের আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠানো হবে আর তারা ফিরে যাবে অক্ষম অঙ্গহীন হয়ে অথবা কফিনের ভেতর কিংবা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে যেহেতু তোমরা অন্যকোন ভূখণ্ডে ভ্রমণ করতে ভীত। বরঞ্চ তোমরা মূল্য পরিশোধ করবে নিজেদের রাস্তায় হাঁটতে যেয়ে, ডানে- বামে ঘুরতে যেয়ে মুসলিমদের ভয়ে। এমনকি তোমরা নিজেদের শয়নকক্ষেও নিরাপদ বোধ করবে না। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে যখন তোমাদের এই ক্রুসেড ব্যর্থ হবে এবং অতঃপর আমরা তোমাদের ভূমিতে আক্রমণ করব এবং এরপর তোমরা আর কারও অনিষ্ট করতে সক্ষম হবে না। তোমরা এর মূল্য পরিশোধ করবে এবং তোমাদের জন্য আমরা প্রস্তুত করেছি সেটা যা তোমাদের যন্ত্রণা দিবে।

হে মুসলিমগণ, আমেরিকা যখন এই ক্রুসেড প্রথম শুরু করল তখন তারা দাবী করেছিল যে, তারা ইরবিল এবং বাগদাদে তাদের স্বার্থ এবং নাগরিকদের রক্ষা করছে। অতঃপর তার অস্ফুট বাসনা পরিষ্কার হয়ে গেল এবং এর দাবীর অসত্যতা সুনিশ্চিত হয়ে গেল। এটি দাবী করেছিল যে, বিমান-হামলার মাধ্যমে যারা বহিষ্কৃত আর গৃহহীন হয়েছে তাদের রক্ষা করবে এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতিরক্ষা করবে। তারপর আমেরিকার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যতটি তারা আশা করেছিল, ব্যাপারটি তার চাইতেও বিপজ্জনক এবং ব্যাপক। তাই তারা শামের মুসলমানের জন্য মায়াকান্না শুরু করল। তারা প্রতিশ্রুতি দিল তাদের রক্ষা করার এবং সহযোগিতা করার। এটা শপথ করলো সন্ত্রাসীদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার। আবার একই সময়ে আমেরিকা এবং তার মিত্র দেশসমূহ নুসাইরীদের দ্বারা মুসলিমদের উপর সংঘটিত দুর্দশার ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো। হত্যা, ধর্ষণ, উচ্ছেদ, ধ্বংসযজ্ঞ দেখেও তারা তা আনন্দের সাথে অবলোকন করল আর শতসহস্র মৃত, আহত এবং বন্দী মুসলিমদের এবং সমগ্র বিশ্ব তথা ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, বার্মা, নাইজেরিয়া, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, চায়না, ককেশাস এবং অন্যান্য এলাকা জুড়ে ইহুদী, ক্রুসেডার, রাফিদা, নুসাইরী, হিন্দু, নাস্তিক এবং মুরতাদদের দ্বারা স্থানচ্যুত লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, পুরুষ এবং শিশুর প্রতি কোন আগ্রহ বা দায়িত্বও অনুভব করলো না। শামে বহু বছরব্যাপী ধরে চলে আসা অবরোধ এবং

দুর্ভিক্ষ তাদের আবেগকে নাড়া দিতে পারেনি এবং যখন ধ্বংসাত্মক ব্যারেল বোমাগুলো দিয়ে হামলা করা হচ্ছিল তখন তারা অন্যত্র দৃষ্টিপাত করেছিল। নুসাইরীদের রাসায়নিক অস্ত্রের প্রভাবে মুসলিমদের নারী এবং শিশুরা তাদের ধূসর দৃষ্টি নিয়ে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল, সেইসব ভয়ংকর দৃশ্য দেখে এরা রাগে উন্মত্ত হয়ে যায়নি, যে সকল দৃশ্যগুলো প্রতিনিয়ত পুনরাবৃত্তি ঘটছে যার মাধ্যমে ইয়াহুদীদের অভিভাবক নুসাইরী (আলাউয়ী) কুকুরদের কাছে থাকা রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসের কৌতুকাভিনয়ের আড়ালে প্রকৃত বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে। এইসবের কোন কিছু দেখেই আমেরিকা ও তার দোসরেরা আবেগে উদ্বেল কিংবা রাগে উন্মত্ত হয়ে যায়নি। অসহায় ও দুঃস্থ ঐসব জনগোষ্ঠীর কান্নার ব্যাপারে তারা কানে তালা লাগিয়েছিল এবং ঐসকল প্রতিটি ভূখণ্ডে বছরের পর বছর মুসলিমদের উপর চলা নৃশংস গণহত্যা তারা অন্ধের মত দেখেছে।

কিন্তু যখনই মুসলিমদের রক্ষার্থে, তাদের প্রতিটি সঙ্ঘটিত অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে এবং শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে দাওলাতুল ইসলামের উদ্ভব হল ঠিক তখনি আমেরিকা ও ক্রুসেডাররা মায়া কান্না জুড়ে বসল কয়েকশ রাফিদা ও নুসাইরী অপরাধী সেনাদের জন্য যাদেরকে দাওলাতুল ইসলাম যুদ্ধবন্দী করে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। আমেরিকা ও তার দোসররা দাওলাতুল ইসলামের দ্বারা অন্তরে আঘাত পেল যখন দাওলাহ তাদের কিছু জঘন্য দালাল, গুপ্তচর ও মুরতাদদের শিরশ্ছেদ করল। এরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং তাদের দোসররাও যখন দাওলাতুল ইসলাম ব্যভিচারীদের চাবুক মারল ও প্রস্তরাঘাত করল, চোরদের হস্তকর্তণ করল, জাদুকর ও মুরতাদদের গর্দানে আঘাত করল।

তাই আমেরিকা ও তার দোসররা সারা বিশ্বকে দাওলাতুল ইসলামের সন্ত্রাস ও বর্বরতা থেকে রক্ষার জন্য, তারা যেমনটি অভিযোগ করে, জেগে উঠল। তারা গোটা দুনিয়ার সকল গণমাধ্যমকে জড়ো করল, মিথ্যা যুক্তি প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করতে এবং বিশ্বাস করাতে যে, দাওলাতুল ইসলামই হচ্ছে সকল অনিষ্টের মূল ও দুর্নীতির উৎস এবং এরাই সেই লোক যারা মানুষকে স্থানচ্যুত এবং হত্যা করছে আর গ্রেফতার এবং শান্তিকামীদের খুন করছে, ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ করছে ও নগরের পর নগর ধ্বংস করছে এবং আগে থেকে নিরাপদে থাকা

মহিলা ও শিশুদের আতঙ্কিত করছে। মিডিয়া ক্রুসেডারদের উপস্থাপন করেছে ভদ্র, দয়ালু, সম্ভ্রান্ত, উদার, সম্মানিত ও আর্ত-প্রেমী রূপে যারা ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য ভয় করছে দাওলাতুল ইসলামের খাওয়ারিজদের (বিপথগামী, চরমপন্থি ফেরকা) বিপর্যয় ও নিষ্ঠুরতার যেমনটি তারা অভিযোগ করে। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে খৎনাহীন বুড়ো ভাম জন কেরী হঠাৎ করেই ইসলামী আইনজ্ঞ হয়ে উঠল আর মানুষদের সামনে এই রায় প্রদান করলো যে দাওলাতুল ইসলাম ইসলামকে বিকৃত করছে, এমন যে তারা যা করছে তা ইসলামের শিক্ষার বিপরীত এবং এই দাওলাতুল ইসলাম আসলে ইসলামের শত্রু। এতটাই যে ইয়াহুদীদের খচ্চর ওবামা হঠাৎ শায়খ, মুফতি (ইসলামী আলেম যারা ফতোয়া দিতে সক্ষম) এবং ইসলামের প্রচারক হয়ে গেল, জনগণকে সতর্ক করে এবং ইসলামের পক্ষে প্রচার করতে লাগল আর দাবী করতে লাগল যে দাওলাতুল ইসলামের ইসলাম নিয়ে করার কিছু নাই। এটা ঘটল তার ছয়টি ভিন্ন বক্তব্যে যা এক মাস সময়ের মধ্যে প্রদান করা এবং এর পুরোটা জুড়েই থাকল দাওলাতুল ইসলামের হুমকির কথা।

তারা ইসলামের কাজী, মুফতি, শায়খ, দা'ঈতে পরিণত হল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার্থে দাঁড়িয়ে গেল এবং এমনটি প্রকাশ পাচ্ছিল যে, শাসকদের পক্ষে বয়োজৈষ্ঠ্য আলেম এবং তাগুতের (মানবরচিত আইনের শাসক) সমর্থকদের বিভিন্ন কমিটিতে থাকা তাদের যাদুকরদের সামর্থ্য এবং আন্তরিকতার উপর তাদের আর কোন ভরসা নেই।

প্রিয় মুসলমানগণ, আমেরিকা তার ক্রুসেডের মাধ্যমে মুসলিমদের রক্ষা করতে আসেনি। এমনটিও নয় যে, সে তার নিজ দেশের অর্থনীতির ধস স্বত্তেও সম্পদ খরচ করছে আর শাম ও ইরাকে সাহওয়াত কাউন্সিলকে প্রশিক্ষণ দেয়ার ও সশস্ত্র করার বোঝা কাঁধে নিচ্ছে, মুজাহিদিনদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে "খাওয়ারিজদের বর্বরতা থেকে" রক্ষা করতে, যেমনটা তারা দাবী করে।

“আমার সম্প্রদায় যদি জানতো!” [ইয়াসীনঃ ২৬]

ক্রুসেডাররা কি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সাহায্যে ছুটে আসে এবং খাওয়ারিজদের কবল থেকে তাদের উদ্ধারে আর রক্ষায় ছুটে আসে? "বেঁচে থাক সেই পর্যন্ত এবং আরও অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পাবে"। দুর্ভাগ্য আমার জাতির! কখন তারা স্মরণ করবে?

সুমহান আল্লাহ বলেন, "আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপুত নয় যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক"। [আল বাক্বারাঃ ১০৫]

অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী এবং খ্রিষ্টান) সম্পর্কে বলেন, "এবং তারা সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাবে যাতে করে তোমাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়"। [আল বাক্বারাঃ ২১৭]

সুতরাং ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা এখানে আসেনি। মুজাহিদীনদের শক্তিকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন কারণে এটি তার মিত্রদের জড়ো করেনি এবং সম্পদ ব্যয় করছে না। অতএব, আপনাদের একহাতে রয়েছে আল্লাহর আয়াত আর অন্য হাতে ক্রুসেডারদের দাবী। আপনারা কাকে বিশ্বাস করতে যাচ্ছেন, হে মুসলমান?

অতঃপর আপনারা কি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিবেন না?

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের হৃদয় সমূহ প্রকম্পিত হয় নি, তাদের আবেগ সক্রিয় হয় নি এবং তাদের অশ্রু ঝরে নি যতক্ষণ না রাফেদী-সাফাভি বাহিনী আর তাদের কুকুরগুলো মুজাহিদদের শানিত আক্রমণের মুখ থুবড়ে পড়ছিল, আর ইঁদুরের মত পালাচ্ছিল এবং তৌহিদী জনতার পায়ের তলায় কীটপতঙ্গের মত পিষে যাচ্ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা পাগল হয়ে গেল এবং এর দোসরদের বুদ্ধি লোপ পেল যখন মুজাহিদীনদের অগ্রসর অভিযানের মুখে ইহুদিদের প্রহরী কুকুর, নুসাইরী বাহিনী, আতঙ্কে গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করল আর ভয়ে পালাতে লাগল। আমেরিকা আর তার বন্ধুদের হৃদয় ভেঙ্গে গেল যখন তারা দেখল যে নুসাইরীরা তাদের সমস্ত কালো ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যুদ্ধে পরাজিত হবার পর দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা নুসাইরীদের একদলকে পশুর পালের মত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং ভেড়ার মত

জবাই করল যাতে করে দাওলাতুল ইসলাম দামেস্কের দিকে তাদের অভিযান শুরু করতে পারে।

ঠিক এই সময়ই এসে ক্রুসেডাররা বুঝতে পারলো হুমকি কতটা মারাত্মক। ঠিক এইসময়ই এসে তাদের আবেগ ও অনুভূতিতে নাড়া লাগল। ঠিক এরপর তাদের অন্তর কথা বলে উঠল এবং তাদের অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এতক্ষণে তারা ব্যথা এবং যন্ত্রণা অনুভব করলো। এতক্ষণে আমেরিকা এবং তার দোসররা বিপদসংকেতে জেগে উঠল এবং আতঙ্কে একে অপরকে ডাকাডাকি করতে লাগল। ইয়াহুদী! ইয়াহুদী! ইয়াহুদীদের বাঁচাও।

এই কারণেই তারা এসেছে। এই হচ্ছে তাদের সৈন্য সমাগমের উদ্দেশ্য।

হায়! যদি আমার জাতি তা জানত! হায়! যদি আমার জাতি তা জানত!

প্রকৃতপক্ষে, তাদের বিরোধিতা এবং প্রতিরোধের বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং নুসাইরী আর রাফেদীরা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সমর্থ হচ্ছিল না। নুসাইরীরা প্রকাশ্যেই আমেরিকার সাহায্য চাওয়া শুরু করল এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে স্বাগত জানাচ্ছিল তাদের তথাকথিত সার্বভৌমত্ব, কাল্পনিক শক্তি ও সামর্থ্য আর আমেরিকার সাথে তাদের শত্রুতা যা কিনা বাস্তবে একটি মিথ্যা, সেসব বেমালুম ভুলে গিয়ে।

একইভাবে ইরান আবির্ভূত হল যেহেতু সে মিত্রতা স্থাপন করল তারই কথিত মহাশয়তানের সঙ্গে, সম্প্রতি যখন খৎনাহীন বুড়ো ভাম, জন কেরী, ঘোষণা করল যে দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধে ইরানের ভূমিকা থাকা উচিত। তাই এটা পরিষ্কার যে তাদের এই বিরোধিতা ছিল ইহুদী ও ক্রুসেডারদের রক্ষা করার জন্য এবং এই প্রতিরোধ ছিল ইসলাম এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে।

হে ইরাকের সুন্নীগণ, আপনাদের জন্য সময় এসেছে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার এবং এটা জেনে নেয়া যে রাফেদীদের ক্ষেত্রে তাদের গলায় ছুরি চালানো এবং গর্দানে আঘাত করা ছাড়া আর কোন ঔষধই কাজ করবে না। তারা

নিজেদেরকে অসহায় হিসেবে দেখায় যাতে করে তারা ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে, তারা সুন্নীদের প্রতি তাদের ঘৃণা, শত্রুতা ও ক্রোধকে গোপন করে রাখে, তারা আপনাদের বিরুদ্ধে ছক কষে এবং ষড়যন্ত্র করে, আপনাদের সাথে চালাকি করে এবং ধোঁকা দেয়। যতক্ষণ সুন্নীরা শক্তিশালী থাকে ততক্ষণ তারা তাদের প্রতি মিথ্যা ভালোবাসা প্রদর্শন করে এবং তাদের তোষামোদ করে। আর যখন তারা সমসাময়িক পর্যায়ে থাকে তখন তারা তাদের সাথে গতি বজায় রেখে চলে, প্রতিযোগিতা করে এবং কঠোর পরিশ্রম করে তাদের দুর্বল করার জন্য। কিন্তু যদি কোনদিন তারা তাদের (সুন্নী) অতিক্রম করে ফেলে, তখন তারা বিষদাঁত উন্মোচিত করে দেয় এবং তাদের নখযুক্ত থাবা প্রকাশ করে, কামড়ে, ছিঁড়ে আলাদা করে, হত্যা করে এবং অপমান করে। ইতিহাস তোমাদের ঠিক সামনেই রয়েছে, ও সুন্নীগণ, কাজেই তা পড়ুন। কত সংখ্যক বার রাফেদীরা সুন্নীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং যখন তারা ক্ষমতা পায় তখন তারা কি করে?

তাদের ইতিহাস পড়ুন এবং তাকিয়ে দেখুন বর্তমানে তারা কিভাবে রয়েছে। আসলে, তাদের গর্দভ নুরী তাদের সত্যিকারের চেহারা দেখিয়ে দিয়েছে, তাই তাদের নতুন সাপকে তার কোমল পরশ ও মিষ্টি কথা দিয়ে আপনাদের ধোঁকা দিতে দিবেন না। আপনাদের হুল ফুটিয়েই চলেছে ইতিপূর্বে নুরীর সাথে করা সমঝোতার ছিদ্র দিয়ে, তাই সচেতন হোন।

শামের প্রিয় জনগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাস্তবতা দিনে দিনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ইরাকের আমাদের জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা নিন, কেননা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, ক্রুসেডাররা ইরাকি-সাফাভি সেনাবাহিনী গঠন শুরু করে জর্ডানে এর মূল অংশকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে যেমনটি তারা আজ শামের ব্যাপারে কি করবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং তাদের নিজেদের উপর রাফেদীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সুন্নীরা কি পেল? তারা এক দশকের অধিক লাঞ্ছনা, অপমান আর দুর্ভাগ্যের স্বাদ গ্রহণ করেছে। তদুপরি, সুন্নীদের ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি কুফরী করা, নিজেদের ঘরবাড়ির ধ্বংসসাধন আর তাদের মস্তক ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর কি পেয়েছে? আর তাদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল, তারা ক্রমাগত আতঙ্ক ও সদা

বিরাজমান এক ভয়ের মধ্যে বসবাস করছিল এটা না জেনে যে কখন বুলেট এসে তাকে উঠিয়ে নেবে, কিংবা তার শরীরের জোড়াগুলো আই.ই.ডি দিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, অথবা বিস্ফোরক বা বোমার আঘাতে বিকৃত হয়ে যাবে তার দেহ বা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, কিংবা কোন ছুরি দিয়ে তার গর্দান কাটা হবে অথবা বাড়ি ফিরে দেখবে সব টুকরো টুকরো অবস্থায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, যা একসময় ছিল অখণ্ড। আর কি জন্য এপর্যন্ত এইসব কিছু হয়েছে? সুতরাং শিক্ষা নিন, ও জ্ঞানী মানুষজন।

“আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশে-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। এমন কোন স্থান কি ছিল পলায়ন করার? বাস্তবিক, এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে”। [সূরা ক্বাফঃ ৩৬-৩৭]

কাজেই, সাবধান হন, হে সুন্নীগণ। আল সালুল (সৌদিরা) আজ যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা ইহুদীদের জন্য নিযুক্ত নতুন প্রহরী কুকুরদল ছাড়া আর কিছু নয়, যার ছড়ি রয়েছে ক্রুসেডারদের হাতে ইসলাম ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। সেজন্যই শামের মুজাহিদদের প্রতি আমাদের উপদেশ হচ্ছে যে, যে লোক সেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিবে বা যোগ দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করবে তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানানোর এবং যে তার পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সে দায়মুক্ত।

আর সাহওয়াত কাউন্সিল এবং তাদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকদের ব্যাপার হচ্ছে, তারা আজকের পর তাদের আসল চেহারা আর ঢাকতে সমর্থ হবে না। তাদের আসল রূপ হচ্ছে তারা সাহওয়াত কাউন্সিল এবং ক্রুসেডারদের জুতো, তা খুব পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে আসবে।

তাই, মুজাহিদদের সাথে যোগ দিন, হে শামের সুন্নীগণ এবং আপনাদের সন্তানদের সাহওয়াহ কাউন্সিলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া থেকে বিরত রাখুন, কারণ, কি এমন উত্তম ব্যাপার রয়েছে ক্রুসেডারদের তৈরি করা সেনাবাহিনীতে (?) যা তারা তাগুতের কোলে রেখে প্রশিক্ষণ দেয়। কাজেই আপনাদের সন্তানদের আটকান এবং

তাদের মধ্যে যেই আপনাদের কথা শুনবে না, তার জন্য তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষ দিবেন না যদি এমন কোন দিন আসে যে সে স্বহস্তে তার কবর খুঁড়ে, তার শিরশ্ছেদ করা হয় আর তার ঘরবাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর সেই রহমত প্রাপ্ত যে অন্যকে দেখে হলেও শিখে।

আল্লাহর নিকটেই রয়েছে মর্যাদা এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও বিশ্বাসীদের প্রতি এবং চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্বাসীদের পক্ষেই থাকবে।

শেষ করার আগে আমরা যেন সুউচ্চ সিনাই উপদ্বীপের মুজাহিদ ভাইদের কৃতিত্ব দিতে ভুলে না যাই, এজন্য যে মিশরে আশার আলো দেখা গেছে এবং ইহুদীদের প্রহরী, মিশরের নতুন ফেরাউন সিসির সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের সফল অভিযানের সুসংবাদ আসতে শুরু করেছে। এই পথে এগিয়ে যান, কারণ এটাই সঠিক পথ, আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন। তাদের সাথে থাকা সবাইকে বিপর্যস্ত করে দিন যেখানেই পান না কেন। তাদের রাস্তায় বিস্ফোরক পুঁতে রাখুন। তাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ করুন। তাদের বাড়িঘরে আক্রমণ করুন। তাদের মস্তক ছিন্ন করুন। তাদের নিরাপত্তার অনুভূতিকে বিনষ্ট করুন। তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকুন যেখানেই তারা থাকুক না কেন। তাদের দুনিয়ার জীবনকে ভয়ের এবং দোযখে পরিণত করুন। তাদের পরিবারবর্গকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ফেলুন এবং তারপর তাদের বাড়িঘর বিস্ফোরকে উড়িয়ে দিন। এটাকে ফিতনা (পরীক্ষা) বলবেন না। বরঞ্চ ফিতনা তো হল সেটা যে তাদের গোত্রও তাদেরকে রক্ষা করছে এবং তাদের অস্বীকৃতি জানাচ্ছে না। আল্লাহ বলেন, “হে নূহ, সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, সে তো হল এক অসৎকর্মপরায়ণ এক ব্যক্তি” [হুদঃ ৪৬]। “তোমরা যদি এমনটি না কর তাহলে আল্লাহর জমিনে ফেতনা ফাসাদে ও মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে”। [আল-আনফালঃ৭৩]

আর লিবিয়ার সেই সকল প্রিয় তৌহিদী ভাইদেরকে বলছি, আপনারা আর কতদিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দ্বিধা বিভক্ত থাকবেন? আপনারা কেন আপনাদের দলসমূহকে একত্রিত করছেন না, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন না, আপনাদের ঐকমত হচ্ছে না এবং আপনাদের বাহিনীকে সুসংহত করছেন না? কেন আপনারা তাদের চিহ্নিত করছেন না যে কারা আপনাদের সাথে রয়েছে আর কারা রয়েছে বিরুদ্ধে? আপনাদের

বিভক্তি শয়তানের পক্ষ থেকে হচ্ছে। “আল্লাহ তা’আলা তাদের বেশী পছন্দ করেন যারা তাঁর পথে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করে যেন তারা এক শিশা ঢালা সুদৃঢ় প্রাচীর”। [আস-সাফফঃ ৪]

আমরা দখল হওয়া তিউনিসিয়ার তৌহিদী জনতাকেও আহবান জানাচ্ছি যে, আপনাদের মিশরীয় ভাইদের পথ অনুসরণ করুন। হে তৌহিদী ভাই, আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন তাগুত আপনাদেরকে দাওয়াতের (দ্বীনের পথে আহবান) পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে? তারা আপনাদের হিজরত নিষিদ্ধ করেছে এবং আপনাদের জন্য তাদের মিথ্যা আজাদির কয়েদখানা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা প্রতিদিন আপনাদের ভাইদের গ্রেফতার করছে এবং হত্যা করছে। আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? আপনারা কি অপমান আর লাঞ্ছনার জীবনের জন্য অপেক্ষা করছেন? নাকি আপনারা এই পার্থিব জীবনকেই ভালবেসেছেন আর মৃত্যুকে ঘৃণা করছেন? তাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠুন যেহেতু তৌহিদী জনতা নিজেরাই একটি সেনাবাহিনী। কোথায় উক্ববা, মূসা আর তারিকের বংশধরেরা?

“যুদ্ধ কর তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহকে শান্ত করবেন”। [আত-তাওবাহঃ ১৪]

আর ইয়েমেনের জন্য, অতঃপর কি দুর্ভাগ্য অপতিত হয়েছে ইয়েমেনের উপর। হায়! সানার দুর্ভাগ্য। রাফেদী হুথিরা এতে প্রবেশ করেছে, কিন্তু গাড়িবোমা তাদের চামড়া ঝলসে দেয়নি, কিংবা বিস্ফোরক বেল্ট বা আই.ই.ডি তাদের জোড়াসমূহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়নি। ইয়েমেনে কি এমন কোন ব্যক্তি নেই যে আমাদের জন্য হুথিদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? “আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে তোমাদের স্থলে তিনি অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না”। [মোহাম্মাদঃ ৩৮]

হে ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার তৌহিদী জনতা... হে মরক্কো এবং আলজেরিয়ার তৌহিদী জনতা... হে খোরাসান, ককেশাস এবং ইরানের তৌহিদী জনতা... হে পৃথিবীর সর্বব্যাপী অবস্থানরত তৌহিদী জনতা... হে আমার

আক্বীদার ভাইয়েরা... হে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র লোকসকল... হে দাওলাতুল ইসলামের পৃষ্ঠপোষক... খালীফাহ ইব্রাহিমের প্রতি বাইয়াহ দেয়া সর্বত্র বিরাজমান হে ব্যক্তিবর্গ... হে আপনারা যারা দাওলাতুল ইসলামকে ভালোবাসেন... হে খিলাফতের সাহায্যকারী গন... হে যারা নিজেদেরকে এর সৈনিক এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মনে করেন...

আপনাদের এই রাষ্ট্র ক্রুসেডারদের এক নতুন হামলার মুখোমুখি। কাজেই হে তৌহিদী ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি আপনার ভাইয়ের সাহায্যে কি করতে যাচ্ছেন? আপনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন যখন সমস্ত মানুষেরা দুই শিবিরে পরিণত হয়েছে এবং যুদ্ধের উত্তাপ দিন দিন বাড়ছে? হে একত্ববাদী, দাওলাতুল ইসলামকে রক্ষায় এগিয়ে আসার জন্য আমরা আপনাকে আহবান জানাচ্ছি। ডজন ডজন জাতিসমূহ এর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। তারা সর্বতোভাবে আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু করেছে। কাজেই এখনই উঠে দাঁড়ান হে তৌহিদী ভাই। উঠে দাঁড়ান আর যেখানেই থাকুন না কেন আপনার দাওলাহকে রক্ষা করুন আপনার স্থান থেকে । উঠে দাঁড়ান এবং আপনার মুসলিম ভাইদের প্রতিরক্ষা করুন, কেননা তাদের বাড়িঘর, পরিবার এবং সম্পদ হুমকির সম্মুখীন এবং তাদের শত্রুরা তা তাদের জন্য হালাল মনে করছে। তারা এমন এক যুদ্ধের সম্মুখীন যা ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্রান্তিময় এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ। যদি মুসলিমগণ এতে পরাজিত হয়, তারা এমনভাবে লাঞ্ছিত হবে যে তার সাথে আর কোন লাঞ্ছনার তুলনা হবে না। আর যদি মুসলিমরা বিজয়ী হয়, এবং তা আল্লাহর অনুমতিতেই ঘটবে, তারা সম্মানিত হবে সমস্ত মর্যাদা সহ যা দিয়ে মুসলিমগণ পৃথিবীর শাসকের আসন ফিরে পাবে এবং দুনিয়ার রাজা হয়ে যাবে।

কাজেই হে তৌহিদী ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এই যুদ্ধকে পাশ কাটিয়ে যেতে দিবেন না। আপনাকে অবশ্যই তাগুতের সৈনিক, পৃষ্ঠপোষক এবং বাহিনীকে আঘাত করতে হবে। তাদের পুলিশ, নিরাপত্তাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সদস্য আর তাদের ধূর্ত এজেন্টদের আঘাত করুন। তাদের শয়নস্থান ধ্বংস করে দিন। তাদের জীবনযাপন তিক্ততায় ভরে দিন এবং তাদেরকে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত করে তুলুন। যদি আপনি একজন আমেরিকান বা ইউরোপিয়ান কাফিরকে হত্যা

করার ক্ষমতা রাখেন - বিশেষত ইসলাম বিদ্বেষী এবং জঘন্য ফ্রেঞ্চ - অথবা কোন অস্ট্রেলিয়ান বা কোন কানাডিয়ান অথবা যুদ্ধরত কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত অন্য কোন কাফিরকে, সেইসকল দেশের নাগরিকরা অন্তর্ভুক্ত যারা দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে জোটে যোগদান করেছে, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাকে যে কোন ভাবে বা যে কোন মাধ্যমে হত্যা করুন। আর এ ব্যাপারে কারও উপদেশ বা ফাতওয়া অন্বেষণ করতে যাবেন না। এই কাফিরদের হত্যা করুন হোক সে সামরিক বা সাধারণ নাগরিক, যেহেতু উভয়ের জন্য একই হুকুম। তারা উভয়েই কাফির। তারা উভয়েই যুদ্ধরত হিসাবেই ধর্তব্য (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশের সাধারণ নাগরিকেরা ঐ দেশের প্রতি আনুগত্যের কারণে)। তাদের উভয়ের জান এবং মালের ধ্বংস সাধন আপনাদের জন্য হালাল যেহেতু বাহ্যিক পোশাকের উপর ভিত্তি করে কারও রক্ত ঝরানো হালাল বা হারাম হয়ে যায় না। বেসামরিক পোশাক পরে থাকলে তার রক্ত ঝরানো যেমন হারাম হয়ে যায়না না, ঠিক তেমনি কেউ সামরিক পোশাক পরিধান করলেই তার রক্ত ঝরানো হালাল হয়ে যায়না। শুধুমাত্র যে সকল কারণে কারও রক্ত ঝরানো হারাম হয় তা হচ্ছে ইসলাম ও চুক্তি (শান্তিচুক্তি, জিম্মাদারি প্রভৃতি)। আর কুফরির কারণে তার রক্তপাত হালাল হয়ে যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলিম, তার রক্ত এবং সম্পদ হচ্ছে সুরক্ষিত। আর যে কাফির, মুসলিমদের জন্য তার সম্পদ নেয়া এবং তার রক্তপাত হালাল। তার রক্ত হচ্ছে কুকুরের রক্তের মত; এই রক্তপাতে তার (মুসলিম) কোন গুনাহ হবে না, আর না তাকে এইজন্য কোন রক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর যখন এই নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে এবং তাদের বন্দী করবে আর অবরোধ করবে এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের আক্রমণের জন্য ওঁত পেতে থাকবে"। [সূরা আত-তাওবাহঃ ৫]

এবং তিনি (সুবহানাহু তা'আলা) বলেন, "সুতরাং যখন তোমরা কাফেরদের সাক্ষাৎ পাবে , তাদের গর্দানে আঘাত কর"। [সূরা মোহাম্মাদঃ ৪]

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "কাফির এবং তার হত্যাকারী কখনই জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবে না"। এবং তিনি বলেন, "যে

কেউ একজন কাফিরকে হত্যা করবে, অতঃপর সে তার সম্পদ নিয়ে নিতে পারে (যা তার হত্যা কৃতের মালিকানায়)”।

সুতরাং হে একত্ববাদী, হে যারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’তে বিশ্বাসী, আপনারা কি আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ অথবা তাদের অন্য কোন মিত্র দেশীয় নাগরিককে পৃথিবীর বুকে নিরাপদে হাঁটতে দিবেন যখন ক্রুসেডার বাহিনী মুসলমানদের ভূমিগুলোতে সামরিক ও বেসামরিক ভেদাভেদ ছাড়াই আক্রমণ করছে? তারা তিনদিন আগেই শাম থেকে ইরাকে পরিবহন রত একটি বাসে বিমান হামলা করে নয়জন মুসলিম নারীকে হত্যা করেছে। যখন মুসলিম নারী এবং শিশুরা ক্রুসেডারদের জঙ্গি-বিমানের গর্জনে ভয়ে কাঁপছে তখন কি আপনারা কাফিরদেরকে নিরাপদে তাদের বাড়িতে ঘুমানোর জন্য অবকাশ দিবেন? কিভাবে আপনারা জীবনকে উপভোগ করতে আর ঘুমাতে পারেন আপনাদের ভাইদের সাহায্য ব্যতিরেকে, ক্রুশের পূজারীদের অন্তরাত্মাকে আতঙ্কিত না করে এবং তাদের এই আঘাতের জবাবে বহুগুণ আঘাত না করে?

তাই হে একত্ববাদীরা, আপনারা যেখানেই থাকুননা কেন, যতটুকু সম্ভব তাদের প্রতিরোধ করুন যারা আপনাদের ভাইদের এবং দাওলাহ’র অনিষ্ট করতে চায়। সবচেয়ে ভালো যা করতে পারেন তা হচ্ছে, আপনি আপনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন এবং ঐ কাফিরদের হত্যা করুন, হোক সে ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান অথবা অন্যকোন মিত্র-দেশীও নাগরিক (যারা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে জোটে অংশ নিয়েছে)।

“হে ঈমানদারগণ, নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং বেরিয়ে পড় দলে দলে কিংবা বেরিয়ে পড় সমবেত হয়ে”। [আন-নিসাঃ ৭১]

যদি আপনারা একটি আই.ই.ডি (বিস্ফোরক) বা একটি বুলেট পেতে সমর্থ না হন, তাহলে কাফির আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ অথবা তাদের যে কোন মিত্র দেশীয়দের এক এক করে শেষ করুন। পাথরের আঘাতে তাদের মাথা চূর্ণ করে দিন, কিংবা ছুরি দিয়ে তাদের জবাই করুন অথবা আপনার গাড়ি দিয়ে তাকে চাপা দিন, কিংবা উঁচু স্থান থেকে তাকে ফেলে দিন, কিংবা তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করুন বা বিষ প্রয়োগ করুন। সুযোগ ছাড়বেন না এবং হতাশ হবেন না। আপনার স্লোগান হোক,

"যদি ক্রুশের পূজারী এবং তাগুতের পৃষ্ঠপোষক বেঁচে থাকে তবে আমি যেন রক্ষা না পাই"।

যদি আপনি তা করতে না পারেন, তাহলে তার বাড়ি, গাড়ি বা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিন কিংবা তার ফসলাদি ধ্বংস করে দিন।

যদি আপনি সেটাও করতে অসমর্থ হোন, তাহলে তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিন। যদি আপনার অন্তর সেটাও করতে প্রত্যাখ্যান করে, যখন আপনার ভাইয়েরা প্রতিদিন বোমা হামলার শিকার হচ্ছে এবং নিহত হচ্ছে এবং যখন তাদের শত্রুদের দ্বারা সর্বত্রই তাদের রক্ত এবং সম্পদকে আইনত সিদ্ধ করা হচ্ছে, তাহলে আপনার দ্বীনকে পূর্ণর্মূল্যায়ন করুন। কারণ আপনি এক চরম বিপজ্জনক অবস্থানে রয়েছেন যেহেতু আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' ব্যতীত কখনই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা।

পরিশেষে, আমরা ইরাক, শাম কিংবা অন্যান্য স্থানে বসবাসরত আমাদের কুর্দি মুসলিম জনগণ এবং ভাইদের নিকট একটি বার্তা পৌঁছে দিতে ভুলতে চাই না। "কুর্দিদের সাথে আমাদের যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। নাউযুবিল্লাহ, এটি কোন জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ না! আমরা কুর্দিদের সাথে এইজন্য যুদ্ধ করছিনা যে তারা কুর্দি, বরং আমরা তাদের মধ্যকার কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়ছি যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে ক্রুসেডার এবং ইয়াহুদীদের সহযোগী। মুসলিম কুর্দিরা হচ্ছে আমাদের জাতি, আমাদের ভাই, যেখানেই তারা থাকুক না কেন। তাদেরকে রক্তপাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা আমাদের রক্ত প্রবাহিত করি। দাওলাতুল ইসলামের এমন অনেক যোদ্ধা আছেন যারা কুর্দি মুসলিম। তারা স্বজাতির লোকদের মধ্যে যারা কাফের তাদের বিরুদ্ধে যোদ্ধাদের মধ্যে কঠিনতম।

হে আল্লাহ, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং তাদের মিত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা আপনার দ্বীনের প্রতি শত্রুতা বশত তাদের বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তারা আমাদেরকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় আপনার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং আপনার হুদুদকে (নির্ধারিত শাস্তি) এবং আপনি যা নাজিল করেছেন তার দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে জানেন। তাদের জঙ্গি বিমান মোকাবেলা করার জন্য

আমাদের কোন উপায় নেই। হে আল্লাহ, আপনি যা বলেছেন হক্ব বলেছেন, “আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই বিজয়ী হবে” [আল-ইমরান: ১৩৯]। হে আল্লাহ, আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং আপনারই উপর নির্ভর করেছি। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম ফয়সালাকারী। হে আল্লাহ্, আমেরিকা এবং এর সহযোগীরা আপনাকে অবিশ্বাস করে এবং আপনার সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। হে আল্লাহ, আপনি তাদের আমাদের উপর স্থাপন করেছেন তাদের উড়োজাহাজগুলো দিয়ে। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, আপনার সাহায্য ছাড়া তাদের এই জঙ্গি-বিমানের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষমতা বা শক্তিই নাই। হে আল্লাহ, তাদেরকে আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আপনি তাদের উপর অধিষ্ঠিত।

হে আল্লাহ, তাদের আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আমরা তাদের থেকে উচ্চপর্যায়ের। হে আল্লাহ, তাদের আমাদের উপর অধিষ্ঠিত হতে দিবেন না যখন আমরা তাদের থেকে উচ্চপর্যায়ের। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। আপনি গৌরবান্বিত এবং আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ নন। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার নিকট তওবা করি।

হে আল্লাহ, আপনি যা কিছু দিয়েই হোক, যে কোন উপায়েই হোক, তাদেরকে আমাদের ক্ষতি করা থেকে ঠেকাবেন। আপনি মহাশক্তিধর এবং বাধ্যকারী। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে মাটিতে নামিয়ে এনে ধরাশায়ী করে দেন এবং আমাদের তাদের উপর অধিষ্ঠিত করুন। আপনি রাজাধিরাজ, চিরবিরাজমান। হে আল্লাহ, এটাই তাদের শেষ ক্রুসেড অভিযান বানিয়ে দিন, যাতে আমরা তাদের উপর আক্রমণ করি এবং তারা আর আক্রমণ না করতে পারে। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন ইলাহ নেই। আপনি মহাগৌরাবান্বিত। আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনারই নিকট তওবা করি। অতএব, আমাদের মধ্যে যারা মূর্খতা সুলভ আচরণ করেছে তাদের জন্য

আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আপনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং আমাদের ব্যাপারগুলো আপনারই নিকট সমর্পণ করছি। আপনি মহাগৌরাবান্বিত, মহাগৌরাবান্বিত। আপনি মহান রক্ষক এবং সাহায্যকারী।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তার সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) প্রতি।

আমাদের সর্বশেষ আহবান: সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু!